রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২২, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৪৩–সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক জননন্দিত মেয়র, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সিলেট শহর ও নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

২। জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৯ আষাঢ় ১৪২৭/১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৯ আষাঢ় ১৪২৭
ঢাকা: ----------
১৩ জুলাই ২০২০

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক জননন্দিত মেয়র, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সিলেট শহর ও নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান ১৯৫১ সালে সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেটের সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং এমসি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মদনমোহন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন কৈশোর থেকেই, তাঁর স্বভাবজাত তাড়নায়। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। উচ্চমাধ্যমিক অধ্যয়নকালে ১৯৭৩ সালে, সিলেট পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচিত হন জনাব কামরান। তিনিই ছিলেন সে-সময়কার সর্বকনিষ্ঠ জনপ্রতিনিধি। তৃণমূল থেকে ওঠে আসা জনপ্রিয় এই রাজনীতিক ১৫ বছর পৌর-কমিশনার হিসাবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর, ১৯৯৫ সালে তিনি সিলেট পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সিলেট পৌরসভা সিটি করপোরেশনে উন্নীত হলে জনাব কামরান ভারপ্রাপ্ত মেয়র নিযুক্ত হন। ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কারাবন্দি অবস্থায় সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হন জনপ্রিয় এ নেতা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরানের ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও অবিচল আস্থা। তিনি সিলেটে সুদীর্ঘ সময় ধরে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সাল থেকে সিলেট শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০০২ সালে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি হন বদর উদ্দীন আহমদ কামরান এবং এই দেড় যুগ ধরে তিনি দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যান। ২০১৬ সালে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদপ্রাপ্ত জনাব কামরান বর্তমান কমিটিতেও একই পদে ছিলেন।

রাজনীতির পাশাপাশি জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। তাঁর উদার মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সংস্কৃতিমনস্কতা তাঁকে একজন সর্বজনীন মানবকর্মী ও প্রকৃত জননেতায় পরিণত করে। সিলেটের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তিনি আজীবন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বিনয়ী, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ সহকর্মীদের কর্ম-উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করত।

জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান-এর মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ এবং একজন সমাজকর্মীকে হারাল। রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd